Bangladesh Journal of Integrated Thoughts, 2025
DOI: https://doi.org/10.52805/bjit.v21i1.351

বাংলাদেশে কল্যাণমূলক অর্থনীতির উন্নয়নে ক্যাশ ওয়াক্‌ফের ভূমিকা: নির্বাচিত মুসলিম দেশের অভিজ্ঞতা

(Exploring the Role of Cash Waqf in the Promoting of Welfare Economics in Bangladesh: Lessons from Selected Muslim Countries)

Muhammad Qamrul Islam[1] Muhammad Tazammol Hoque[2]

ABSTRACT

Cash Waqf, a contemporary adaptation of the traditional Islamic endowment system, has emerged as a powerful instrument for fostering economic development and social welfare in Muslim societies. This study examines the potential of Cash Waqf to enhance welfare economics in Bangladesh by drawing insights from successful models in Turkiye, Malaysia, and Indonesia. Using a qualitative research approach, the study analyzes how effective implementation of Cash Waqf—through strong institutional frameworks, supportive legal systems, and transparent governance—can contribute to equitable wealth distribution, poverty alleviation, reduced government expenditure, and overall economic resilience. The findings highlight the need for innovative strategies and institutional reforms to adapt Cash Waqf practices effectively within the Bangladeshi context, ultimately recommending a sustainable model that integrates Islamic financial principles with contemporary development goals.

KEYWORDS

Waqf, Cash Waqf, Muslim Country, Welfare Economics, Bangladesh
.

১. ভূমিকা

ইসলামি অর্থনীতি যে সকল প্রক্রিয়া ও পদক্ষেপ অনুসরণে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য বিমোচন, সম্পদের ন্যায্য বণ্টন এবং মানবিক সহায়তার মাধ্যমে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠন করে তন্মধ্যে ওয়াক্‌ফ অন্যতম। ইসলামের ইতিহাসে প্রথম ওয়াক্‌ফ প্রণোদিত

---

[1] *Assistant Professor, Department of Islamic Studies at the Jagannath University.* qamrul@dis.jnu.ac.bd
[২] Dr. *Muhammad Tazammol Hoque, Professor of Department of Islamic Studies at the Jagannath University.* tazammol@dis.jnu.ac.bd

হয়েছিল হযরত আদম (আ.)-এর সময়ে কাবা[৩] (Campo, 2009, p. 419) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, যেমনটি কুরআনে উল্লেখ আছে।[৪]" মহানবী হযরত মুহাম্মাদের (সা.) সময়ে প্রথম ওয়াক্ফ ছিল মদিনার কুবা মসজিদ, যেটি ৬২২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর সেই সময় থেকেই ইসলামি জগতে ওয়াক্ফ ধারণার মৌলিক উন্মেষ ঘটে। ঐতিহাসিকভাবে মুসলিম সমাজে ওয়াক্ফ একটি শক্তিশালী ও কার্যকর সামাজিক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার সুপ্রতিষ্ঠিত ধারা হিসেবে বিবেচিত। ওসমানীয় তুরস্ক, ফাতেমীয় মিসর, মোঘল ভারতসহ বিভিন্ন মুসলিম সমাজে মসজিদ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, কূপ, সড়ক, এতিমখানা ইত্যাদি সমাজকল্যাণমূলক খাতে ওয়াক্ফের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় (Çizakça, 2000)। ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম প্রচার-প্রসারের ধারাবাহিকতায় ওয়াক্ফ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ব্রিটিশ শাসনামলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তসহ নানা আইনি ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বিপুল ওয়াক্ফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯৬২ সালে ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের মাধ্যমে পাকিস্তান আমলে ওয়াক্ফ ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়, যা স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশেও অব্যাহত থাকে। প্রায় তিনদশক আগে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় নগদ অর্থ ওয়াক্ফ করার একটি নতুন পদ্ধতি হিসেবে 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' চালু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের অধিকাংশ ইসলামি ব্যাংকে ক্যাশ ওয়াক্ফ হিসাব চালু হয়েছে এবং গবেষণায় দেখা যায়- এটি জনকল্যাণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রেখ চলেছে।

এই প্রবন্ধে তুরস্ক, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার সফল ক্যাশ ওয়াক্ফ মডেলসমূহ পর্যালোচনা করে বাংলাদেশে এর প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ক্যাশ ওয়াক্ফ একটি শরিয়াসম্মত ও সহজবোধ্য এনডোমেন্ট পদ্ধতি, যা দারিদ্র্য বিমোচন, সম্পদ পুনঃবণ্টন এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও আয় বৈষম্যে বিপন্ন বাংলাদেশের জনচাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ক্যাশ ওয়াক্ফকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হলে এটি রূপান্তরমূলক অর্থনৈতিক হাতিয়ার হতে পারে। গবেষণায় উঠে এসেছে, অন্যান্য মুসলিম দেশে ক্যাশ ওয়াক্ফের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ক্ষুদ্রঋণ খাতে সাফল্য অর্জিত হয়েছে, যা বাংলাদেশে অনুসরণযোগ্য। গবেষণাপত্রটি বাংলাদেশের জন্য একটি মানসম্মত নিয়ন্ত্রক কাঠামো গঠন, কমিউনিটি অংশগ্রহণ উৎসাহিতকরণ এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্যাশ ওয়াক্ফ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার সুপারিশ করেছে।

---

[৩] "কাবা, 'পবিত্র ঘর' নামেও পরিচিত (আল-কুর'আন ৫:২, ৯৭), ইসলামের সবচেয়ে পবিত্র স্থান। একটি বড় ঘনক আকৃতির বিল্ডিং (প্রায় ৫০ ফুট উঁচু, ৪০ ফুট লম্বা এবং ৩৩ ফুট চওড়া) কাটা পাথর দিয়ে তৈরি, এটি মক্কার গ্র্যান্ড মসজিদের প্লাজায় অবস্থিত।" (Campo, J. E. (2009). *Encyclopedia of Islam* (p. 419). Facts on File, Inc., an imprint of Infobase Publishing.)

[৪] আল-কুর'আন ৩:৯৬ (প্রকৃতপক্ষে, মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে (ইবাদতের) ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায় (মক্কায়), তা বরকতময় এবং বিশ্ববাসীর জন্য পথপ্রদর্শক।)

২. গবেষণার উদ্দেশ্য: আলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- বাংলাদেশে ক্যাশ ওয়াক্ফের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ;
- কল্যাণমূলক অর্থনীতিতে ক্যাশ ওয়াক্ফের ভূমিকা চিহ্নিত করা;
- নির্বাচিত মুসলিম দেশের অভিজ্ঞতা তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ এবং
- বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রযোজ্য একটি প্রস্তাবিত কাঠামো প্রদান।

৩. গবেষণা প্রশ্ন: আলোচ্য গবেষণার অনুসন্ধানী প্রশ্ন নিম্নরূপ:

- বাংলাদেশে ক্যাশ ওয়াক্ফ ব্যবস্থার বিদ্যমান কাঠামো, কার্যকারিতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ কী কী?
- কল্যাণভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্যাশ ওয়াক্ফ কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে এবং সম্ভাবনাময় খাতসমূহ কী?
- ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও তুরস্কের মতো নির্বাচিত মুসলিম দেশের ক্যাশ ওয়াক্ফ ব্যবস্থার কোন বৈশিষ্ট্যসমূহ বাংলাদেশে প্রযোজ্য হতে পারে?
- বাংলাদেশে ক্যাশ ওয়াক্ফ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কী ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতিগত কাঠামো প্রণয়ন করা যেতে পারে?

৪. গবেষণা পদ্ধতি

প্রস্তাবিত গবেষণায় গুণগত গবেষণা পদ্ধতি (Qualitative Method) অনুসরণ করা হয়েছে, যার ভিত্তি Creswell (2013)-এর গবেষণা তত্ত্বে নিহিত। এ পদ্ধতিতে গবেষক তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে বিষয়বস্তুর বাস্তবতা অনুধাবনের চেষ্টা করে। গবেষণাটি ব্যাখ্যামূলক (Exploratory) প্রকৃতির, যা ক্যাশ ওয়াক্ফের বর্তমান অবস্থা, কার্যকারিতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিশ্লেষণে সহায়ক। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে দ্বৈতীয়িক উৎস (Secondary Sources) যেমন: কুরআন ও হাদীসের প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা, পূর্ববর্তী গবেষণা, প্রবন্ধ, জার্নাল, বার্ষিক প্রতিবেদন, ওয়াক্ফ ও ইসলামি ব্যাংক সম্পর্কিত নীতিমালা এবং আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ওয়াক্ফ সংস্থার তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে। এসব উৎসের ওপর বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (Content Analysis) পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে।

এছাড়া মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও তুরস্কে ক্যাশ ওয়াক্ফ পরিচালনার কৌশল ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া কেস স্টাডি হিসেবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। তুলনামূলক বিশ্লেষণের (Comparative Analysis) মাধ্যমে উক্ত দেশগুলোর অভিজ্ঞতা এবং ইতিবাচক অনুশীলনসমূহ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন করে বাস্তবভিত্তিক কৌশল ও নীতিগত সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

৫. সাহিত্য পর্যালোচনা

ফিকহের দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামি সাহিত্যে ওয়াক্ফ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা ও গবেষণা হয়েছে। প্রখ্যাত আলেম ড. শেখ আল-জারখ ওয়াক্ফের রূপরেখা ও বিধান নিয়ে সুস্পষ্ট ও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন। একইভাবে, শেখ আবি বাকার আল-সায়বানী কর্তৃক রচিত ওয়াক্ফবিষয়ক গ্রন্থ ইসলামি আইনশাস্ত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান হিসেবে স্বীকৃত (Azrak, 2022)। এছাড়াও ওয়াক্ফ বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনার ও সম্মেলনে এর প্রয়োজনীয়তা ও আধুনিক প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ইসলামিক ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনসের অ্যাকাউন্টিং ও অডিটিং সংস্থা AAOIFI কর্তৃক প্রদত্ত শরিয়াহ স্ট্যান্ডার্ড নং ৩৩-এ[৫] ওয়াক্ফের সংজ্ঞা, ধরন, শরিয়াহ পরিপালন ও প্রযোজ্য বিধি-বিধান তুলে ধরা হয়েছে (AAOIFI, 2010)।

ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ওয়াক্ফ একটি ঐতিহ্যবাহী কল্যাণভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসেবে সুপরিচিত, যা ঐতিহাসিকভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নে অনন্য অবদান রেখেছে (Kahf, 2003)। আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ক্যাশ ওয়াক্ফ একটি নতুন ধারণা হলেও, এটি ইসলামি ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সের সাথে সমন্বিত হয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে (Çizakça, 2013)। এর মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, সম্পদ পুনঃবণ্টন, ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থসামাজিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় ক্যাশ ওয়াক্ফ ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে উন্নীত করে প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। মালয়েশিয়ার জহর কর্পোরেশন ও ইসলামিক রিলিফ ওয়াক্ফভিত্তিক হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে (Mohd Thas Thaker & Mohd Thas Thaker, 2015)। ইন্দোনেশিয়ায় ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত Badan Wakaf Indonesia (BWI) ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট ও ডিজিটাল ওয়াক্ফ প্ল্যাটফর্ম চালু করে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে (Fauzi, Astarudin, & Khaeruman, 2023)। তুরস্কে ওয়াক্ফ প্রশাসনের অধীনে প্রায় ৫০ হাজার সক্রিয় ওয়াক্ফ রয়েছে, যা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও খাদ্য খাতে সক্রিয়ভাবে ব্যয় করা হচ্ছে (Çizakça, 2000)।

---

[৫] This standard presents the definition of Waqf and discusses its types, Shari'ah rulings, basic elements, and the conditions that pertain to each of these elements. It also covers the conditions required in the Waqf and the Waqif (donor), and illustrates the appropriate methods for Waqf utilization, investment, supervision and management. Furthermore, the standard covers the crucial role that Islamic financial Institutions could play in the development of Waqf, and the appropriate methods of Waqf investment. [AAOIFI. (2010). *Governance Standard for Islamic financial institutions (GSIFI)*. Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.]

এই দেশগুলোর অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, একটি কার্যকর আইনি কাঠামো, দক্ষ ব্যবস্থাপনা, ধর্মীয় সচেতনতা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা এবং প্রযুক্তির ব্যবহার ক্যাশ ওয়াক্ফ ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য উপাদান। বাংলাদেশে যদিও কিছু ইসলামি ব্যাংক ক্যাশ ওয়াক্ফ চালু করেছে, তবু আইনি দুর্বলতা, নজরদারির অভাব, দাতাদের অজ্ঞতা ও আধুনিক ব্যবস্থাপনা কৌশলের অভাবে কাঙ্ক্ষিত সফলতা আসছে না (Ismail, Hassan, & Rahmat, 2023)।

আহমেদ (২০০৭) দেখিয়েছেন, ওয়াক্ফের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি ও সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন সম্ভব, যা জাতীয় অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। Arif Budiman (2014) প্রমাণ করেছেন, ওয়াক্ফের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঋণনির্ভরতা ছাড়াও অর্জন করা সম্ভব। তবে বাংলাদেশে ওয়াক্ফ নিয়ে গবেষণা সীমিত এবং ক্যাশ ওয়াক্ফের সম্ভাব্য অবদান নিয়ে আধুনিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণমূলক গবেষণার অভাব রয়েছে (Budiman, 2014)।

সাহিত্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ক্যাশ ওয়াক্ফের কার্যকর ব্যবহার বাংলাদেশের জন্য একটি বিকল্প কল্যাণমুখী অর্থনৈতিক মডেল হতে পারে। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও তুরস্কের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশেও একটি প্রযুক্তিনির্ভর, আইনগতভাবে শক্তিশালী ও জনগণভিত্তিক ক্যাশ ওয়াক্ফ কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব, যা দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

বাংলাদেশে ক্যাশ ওয়াক্ফভিত্তিক কল্যাণ অর্থনীতির সম্ভাবনা নিয়ে বিদ্যমান সাহিত্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা শূন্যতা এখনো রয়েছে, যা এ খাতের টেকসই উন্নয়নে প্রতিবন্ধক। প্রথমত, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও তুরস্কের অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কীভাবে ক্যাশ ওয়াক্ফ কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা যায়-সে বিষয়ে তুলনামূলক গবেষণা খুবই সীমিত। দ্বিতীয়ত, ইসলামি ব্যাংকগুলোর বাস্তব ক্যাশ ওয়াক্ফ কার্যক্রম বিশ্লেষণ ও উন্নয়নমূলক সুপারিশ নিয়ে গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক শরিয়াহ মানদণ্ড অনুযায়ী দেশের আইন ও ব্যবস্থাপনার উপযোগিতা মূল্যায়নে গভীর গবেষণা অনুপস্থিত। চতুর্থত, জনগণের সচেতনতা, দানপ্রবণতা ও আস্থার ওপর ভিত্তি করে দাতাদের মনোভাব নিয়ে তথ্যভিত্তিক গবেষণা হয়নি। পঞ্চমত, ডিজিটাল ক্যাশ ওয়াক্ফ বাস্তবায়নের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে গবেষণা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হলেও এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নেই। এই ঘাটতিগুলো পূরণ করে বাংলাদেশে একটি কার্যকর, শরিয়াহ-সম্মত ও প্রযুক্তিনির্ভর ক্যাশ ওয়াক্ফ কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব, যা জাতীয় কল্যাণ অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৬. ওয়াক্ফ

'ওয়াক্ফ' (وقف) শব্দের সাথে বিশ্বমুসলিম ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই পরিচিত। এ শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ হলো– রুখে রাখা, আবদ্ধ করা (حبس); নিবৃত্ত রাখা, বারণ করা (منع); স্থির থাকা, থামা (مكث) প্রভৃতি। (Ibn Fāris 1399, 6/135; Ibn Manẓūr ND, 9/359; Al Fayyūmī ND, 2/669)। সাধারণভাবে ওয়াক্ফ শব্দটি ইসলামি এনডোমেন্ট (দান)-কে বোঝায়, অর্থাৎ 'কারো কোনো সম্পদ বা সম্পদের একাংশ দান করার জন্য একটি স্বেচ্ছামূলক ও অপরিবর্তনীয় প্রতিশ্রুতি'-এটি নগদ বা নগদজাতীয় কিছু হতে পারে এবং এর লক্ষ্য হবে শরীয়াহ অনুমোদিত প্রকল্পসমূহে বিতরণ করা। হযরত ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীসে নবী (সা.) বলেন, 'মূল সম্পদটি এমনভাবে সাদাকা কর যে, তা বিক্রি করা যাবে না, দান করা যাবে না এবং উত্তরাধিকার হিসেবে বণ্টন করা হবে না, বরং তার ফল (এর উপযোগ) ব্যয় করা হবে" (Al-Bukhari, 1997, Vol. 3, Hadith 895)।[৬] শরঈ পরিভাষায় ওয়াক্ফের সংজ্ঞায় ইসলামি পণ্ডিতগণের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে- কোন বস্তুকে ওয়াক্ফকারীর মালিকানায় রেখে এর উপযোগকে দান করা (Damad Afandi, 1986, p. 731)। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে, কোন বস্তুকে আল্লাহর মালিকানায় এমনভাবে প্রদান করা যে, এর উৎপাদন ও উপযোগ বান্দাদের নিকটই প্রত্যানীত হবে অর্থাৎ এর উৎপাদন ও উপযোগ দ্বারা তারাই উপকৃত হবে (Fatwa-e-ʿĀlamgīrī, n.d., p. 350)। একদল আলিম সংক্ষেপে বলেন, মূল সম্পদ নিয়ন্ত্রণে রেখে এর ফল (উপকারিতা) উৎসর্গ করা (Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, 2009, p. 380)।

ওয়াক্ফ একটি নৈতিক কাজ হিসেবে বিবেচিত। এটিকে ইসলাম ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক স্তম্ভ হিসেবে দেখা হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন- "ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিবজীবনের শোভা; এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং কাঙ্ক্ষিত হিসেবেও উৎকৃষ্ট" (আল-কুর'আন, কাহফ, ১৮:৪৬)।[৭] একটি বিশ্বস্ত ও সঠিক প্রশাসনিক কাঠামো থাকলে, ওয়াক্ফ ব্যবস্থা সমাজে বা রাষ্ট্রে বহুমাত্রিক অবদান রাখার সক্ষমতা রাখে। ওয়াক্ফ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক সাফল্যের দৃষ্টান্ত উসমানী খিলাফতকালে প্রত্যক্ষ করা গেছে, যেখানে আওকাফ বিকশিত এবং উন্নতি লাভ করেছিল। ঐতিহ্যিকভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় একটি অপরিহার্য ভূমিকা রেখেছিল ওয়াক্ফ। বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশেও ওয়াক্ফের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

৭. আওকাফের প্রকারভেদ

---

[৬] تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ

[৭] الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

আরবি ওয়াক্ফ (وقف)-এর বহুবচন আওকাফ (أوقاف)। ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত মনজার কাহফ রচিত *আল-ওয়াক্ফ আল-ইসলামি* গ্রন্থের মতে, আওকাফ দুই প্রকার (Kahf, 1998)। প্রথমটিকে জনহিতৈষী বা ধর্মীয় ওয়াক্ফ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, মুসাল্লা বা মসজিদ, এমনকি স্কুল বা হাসপাতালের মতো ইবাদতের জন্য ব্যবহৃত সম্পদ বা সম্পত্তি। সুবিধাভোগীরা যদি জনসাধারণ হয়, তবে তাকে ওয়াক্ফ খায়রি বা সাধারণ ওয়াক্ফ বলা যায় (Baharuddin, 1998; Hassan, 1984)। এই আওকাফ ইসলামের চেতনা ও ইবাদতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন, "যখন একজন মানুষ মারা যায়, তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি ছাড়া- সাদকায়ে জারিয়া (পুনরাবৃত্ত দান), অথবা জ্ঞান (যার দ্বারা মানুষ) উপকৃত হয়, অথবা একজন ধার্মিক পুত্র, যে তার (মৃত ব্যক্তির) জন্য প্রার্থনা করে (Muslim, 1424 H, Ḥadīth No. 1631)।

দ্বিতীয়টি হল, পরিবার (আওকাফ আহলিয়া) বা বংশপরম্পরা ওয়াক্ফ। এটি ভারতে আওকাফ আল-ওয়ালাদ নামে পরিচিত, যার অর্থ শিশুসন্তানদের জন্য ওয়াক্ফ। অন্যকথায়, সুবিধাভোগীরা হয়- একজন বিশেষ ব্যক্তি বা ওয়াক্ফের প্রতিষ্ঠাতা বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি দ্বারা চিহ্নিত ব্যক্তি। এই ধরনের ওয়াক্ফ প্রাথমিকভাবে ব্যক্তি নিজে, তার সন্তান বা তার আত্মীয়দের দ্বারা দান করা হয় (Hassan, 1984)। আর এ ধরনের ওয়াক্ফের বৈধতা গ্রহণ করা হয়েছিল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের কাছ থেকে। এছাড়া, একটি অপেক্ষাকৃত নতুন ধরনের ওয়াক্ফ রয়েছে, যাকে ক্যাশ ওয়াক্ফ বলা হয়। এটি একটি বিশেষ ধরনের দান, ইসলামি আইনের ইতিহাসে যে ব্যাপারে বিস্তর আলোচনা রয়েছে।

৮. ক্যাশ ওয়াক্ফ

ঐতিহ্যিক ওয়াক্ফের উল্লেখযোগ্য একটি প্রকরণ হলো 'ক্যাশ ওয়াক্ফ'। এটি ইসলামি আইনশাস্ত্রে 'ওয়াক্ফ আল-নুকূদ' নামে পরিচিত। সাম্প্রতিককালে প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিবেচনায় 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' পরিভাষাটির বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ক্যাশ ও ওয়াক্ফ শব্দদ্বয় দ্বারা পরিভাষাটি গঠিত। 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' বলতে নগদ অর্থ ওয়াক্ফ করাকে বোঝায়। অর্থাৎ মূল টাকা (principal amount) গরীব-অভাবী লোকদেরকে কর্জে হাসানা দেওয়ার জন্য জমা রাখা অথবা মূল টাকা বহাল রেখে বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্জিত লভ্যাংশ ওয়াকিফের শর্ত মোতাবেক কিংবা জনকল্যাণকর খাতে ব্যয় করা (Bakhaḍir 2017, 47)।

বিশিষ্ট ইসলামি পণ্ডিত আলী ইবনে আব্দুস সালাম আল-তাসুলি আবু আল-হাসানের *Al Bahjah fi Sharh al-Tuhfah* গ্রন্থে ক্যাশ ওয়াক্ফের অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে, "সুদ ছাড়াই মনোনীত সুবিধাভোগী ব্যক্তিদের ঋণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে নগদ অর্থ ওয়াক্ফ অ্যাকাউন্টে উৎসর্গ করার প্রক্রিয়া হিসেবে" (Al-Tāsūlī, 1998, p. 369)। অন্য একটি

সংজ্ঞায়, হানাফি মাযহাবের জুফর ইবন আল-হুজাইল ক্যাশ ওয়াক্ফকে সংজ্ঞায়িত করেছেন "ওয়াক্ফ অ্যাকাউন্টে নগদ অর্থ উৎসর্গ করার প্রক্রিয়া এবং একই সাথে বিনিয়োগ করা যাতে লাভ ওয়াক্ফের নির্ধারিত দাতব্য কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়" (Ibn Nujaym, n.d., p. 319)। একটি আধুনিক সংজ্ঞায় সিযাকচা ক্যাশ ওয়াক্ফকে "নগদ মূলধনের সাথে প্রতিষ্ঠিত একটি দাতব্য সংস্থান" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন (Çizakça, 2004)।

সংজ্ঞাগুলো থেকে প্রতীয়মান হয়, ওয়াক্ফকৃত অর্থ ফিরিয়ে দেওয়ার শর্তে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিনিময়হীন ঋণ (ক্বরদি হাসানা) হিসেবে দরিদ্র ও অভাবীদের মাঝে প্রদান করা যেতে পারে। শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে, ওয়াক্ফের অর্থ যেকোনো বৈধ ও জনকল্যাণমূলক খাতে বিনিয়োগ করা যায়। এই অর্থ লাভজনক খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা বৈধ এবং সেই মুনাফা সদকা বা জনকল্যাণে ব্যয়যোগ্য। যদি ওয়াক্ফকারী (মুতাওয়াক্কিফ) তার ওয়াক্ফকৃত অর্থের লভ্যাংশ ব্যয়ের জন্য নির্দিষ্ট খাত নির্ধারণ করে দেন অথবা কোনো শর্তারোপ করেন, তবে সেই নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করা আবশ্যক। আর যদি তিনি লভ্যাংশ ব্যয়ের জন্য নির্দিষ্ট কোনো খাত উল্লেখ না করেন, তবে ওয়াক্ফ পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ তাদের বিবেচনায় জনকল্যাণে উপযোগী যে কোনো খাতে তা ব্যয় করতে পারবে। একবার ইমাম যুফার রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হয়, "ওয়াক্ফকৃত দিরহামগুলো দিয়ে কী করা হবে?" তিনি জবাব দেন, "এগুলো মুদারাবায় বিনিয়োগ করবে এবং বর্ধিত অংশ (অর্থাৎ অর্জিত লাভ) সদকা করবে" (Ibn Nujaym, 1422 H, p. 312)।

৯. ক্যাশ ওয়াক্ফ-এর শরঈ বিধান

ইসলামি আইনশাস্ত্রে ওয়াক্ফের বিধান নিয়ে ব্যাপক আলোচনা রয়েছে। ক্যাশ ওয়াক্ফের শরঈ বিধান মূলত ওয়াক্ফের বিধান সংক্রান্ত আলোচনার ওপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত। অস্থাবর সম্পত্তির একটি ধরন হলো ক্যাশ ওয়াক্ফ। এ কারণে ক্যাশ ওয়াক্ফের বিধানটি অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্ফের বিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট। ইসলামি শরীয়ায় অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্ফের বিধান সম্পর্কে ফকীহগণের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ হলো- এক: যেসব অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় করা যায় এবং বিদ্যমান রেখে তা থেকে উপকৃত হওয়া যায় তা ওয়াক্ফ করা বৈধ। যেমন যুদ্ধাস্ত্র, গোলাম ইত্যাদি। দুই: শর্তসাপেক্ষে অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্ফ করা বৈধ। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে ওয়াক্ফকৃত স্থাবর সম্পত্তিতে বিদ্যমান অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্ফ করা বৈধ। যেমন- বিদ্যমান অস্থাবর কোন সম্পত্তি সহকারে ভূমি ওয়াক্ফ করা। এক্ষেত্রে ভূমি মূল ওয়াক্ফ এবং বিদ্যমান অস্থাবর সম্পত্তি তার অনুগামী হিসেবে গণ্য হবে। এটি ইমাম আবু হানীফার অভিমত (Alam, 2023)। উক্ত মতপার্থক্য পর্যালোচনা করে ক্যাশ ওয়াক্ফের শরঈ বিধান সম্পর্কে ফকীহগণের অভিমত অনুযায়ী কারো মতে ক্যাশ ওয়াক্ফ সামগ্রিকভাবে অবৈধ, কেউ কেউ বৈধ

বলেছেন তবে মাকরূহ, আবার কারো মতে শুধুমাত্র সমাজের প্রচলন ও সাজসজ্জায় ক্যাশ ওয়াক্ফ বৈধ।

আর সর্বপরি ক্যাশ ওয়াক্ফ বৈধ, এই অভিমতের ওপর ভিত্তি করে অতীত থেকে বর্তমানে ক্যাশ ওয়াক্ফ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। বৈধ হওয়ার মতামতটি হানাফি মাযহাবের ইমাম যুফার ও তার সাথী মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-আনসারী (Al-Tarābilasī, 1981, p. 26; Shaikhī Zādah, 1998, p. 580), শাফিয়ী মাযহাবের একটি (Al-Nawawī, 1991, p. 315), হাম্বলি মাযহাবের একটি (Ibn Mufliḥ, 1997, p. 156), প্রখ্যাত তাবিঈ ইমাম যুহরী ও ইমাম বুখারী (Al-Bukhārī, 2002, p. 686) প্রমুখের অভিমত। ইমাম ইবন তাইমিয়া (Ibn Taymiyyah, 1995, p. 234) এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন (Mesbah, 2018)। প্রফেসর ড. এম এ মান্নান রচিত একটি গবেষণাপত্রে প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে যে, ইসলামে ক্যাশ ওয়াক্ফ স্বীকৃত (Mannan, 1995)। মিশরে উসমানীয় যুগেও এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তুরস্কের রয়েছে ওয়াক্ফ ব্যবস্থাপনার দীর্ঘ ইতিহাস। সমাজের সচ্ছল ও বিত্তশালীদের সঞ্চয়ের একটি অংশ দিয়ে ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট ক্রয় করে বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয়, শিক্ষা ও মানবিক সেবামূলক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করার একটি আদর্শ মাধ্যম হিসেবে ক্যাশ ওয়াক্ফ যুগে যুগে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। (SIBL, 2015, p. 17; Mesbah, 2018, p. 43) আলোচ্য শরঈ বিধানের অনুসরণে বর্তমান সময়ে বিভিন্ন দেশে ক্যাশ ওয়াক্ফ কার্যক্রমের সম্প্রসারণ হচ্ছে।

১০. কল্যাণময় অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্যাশ ওয়াক্ফের ভূমিকা

১০.১ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা

Kahf (2014) নিশ্চিত করেন, নগদ ওয়াক্ফ হিজরি প্রথম শতাব্দীর প্রথম দিকের। তিনি প্রমাণ হিসেবে *সহীহ আল-বুখারির* একটি উপঅধ্যায়ের শিরোনাম "গৃহপালিত পশু, ব্যক্তিগত অস্ত্র, পণ্য এবং অর্থ দিয়ে ওয়াক্ফ" বিষয়টি এবং ইমাম মালিক বিন আনাসের (মৃত্যু আনু. ১৭৯ হি.) নগদ ওয়াক্ফের কথা উল্লেখ করেছেন। ইবনে নুজাইম (মৃত্যু আনু. ৯৭০ হি.) রচিত *আল বাহর আল রাইক শরহ কানজ আল দাকাইক* গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম যুফারের শিষ্য 'আল আনসারী' দিরহাম ও দিনার ওয়াক্ফ করতেন, আর তারা মুদারাবার ভিত্তিতে নগদ অর্থ প্রদান করতেন এবং সেই অর্থ দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অথবা ওয়াক্ফের উদ্দেশ্যে দান করতেন (Ibn Nujaym, 2002, p. 219)। কাহফ (২০১৪) উল্লেখ করেছেন যে, মুসলিম ইতিহাসজুড়ে ক্যাশ ওয়াক্ফের উভয় প্রকারেরই যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে, বিশেষ করে যেখানে মালেকি বা হানাফি মাযহাবের প্রচলন রয়েছে। আর সেইসাথে দুই মাযহাবের ফতোয়া বইয়ে ক্যাশ ওয়াক্ফের ওপর প্রদত্ত অসংখ্য প্রশ্ন, আলোচনা ও মতামত রয়েছে।

ক্যাশ ওয়াক্ফ বিষয়ে আরও কিছু তথ্য ও তত্ত্ব পাওয়া যায়। আহমদ (২০১৫) দেখিয়েছেন- মালিক ও জুফারের দুটি যুগের পরে, মরক্কোর ফেসে এবং অটোমান রাজ্য (১৩০১-১৯২২ খ্রি.) দ্বারা নগদ ওয়াক্ফ প্রথা পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল এবং উসমানীয়দের পতনের পরে, নগদ ওয়াক্ফের কোনও রেকর্ড নেই (Ahmad, 2015)। Çizakça (2004c) তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, পঞ্চদশ শতকের শুরুর দিকে অটোমান আদালত দ্বারা নগদ এনডোমেন্ট অনুমোদন করা হয়েছিল এবং ষোড়শ শতকের শেষের দিকে ক্যাশ ওয়াক্ফ সমগ্র আনাতোলিয়া এবং সাম্রাজ্যের ইউরোপীয় প্রদেশগুলোতে ব্যাপক ও সর্বজনীন ছিল। ১৯৫৪ সালে, বর্তমান উসমানীয় ক্যাশ ওয়াক্ফের মূলধন তুরস্কে একটি আধুনিক ব্যাংক তথা ব্যাংক অফ আওকাফ (Vakif Banka) তৈরির জন্য একত্রিত করা হয়েছিল (Çizakça, 2004a)। নব্বইয়ের দশকে সুদান এবং কুয়েতেও নগদ বিনিয়োগ ওয়াক্ফ খুব প্রভাবশালী ছিল। আর বর্তমানে সৌদি আরবে যা বিনিয়োগ করা হয় ক্ষুদ্র অনুদান আকারে এবং রিটার্ন দাতব্য সংস্থায় (সানাবিল আল খায়ের) (Kahf, 2014)।

বাংলাদেশে ১৯৯৭ সালে সোশ্যাল ইসলামি ব্যাংক ওয়াক্ফ তহবিল সঞ্চয় করা এবং সুবিধাবঞ্চিত মুসলমানের আয়ের চ্যানেল করার জন্য ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট প্রতিষ্ঠা করে (Ramli & Jalil, 2013a)। জোহর কর্পোরেশন (JCorp) দ্বারা ২০০৬ সালে কর্পোরেট ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠা হয়, যেখানে ওয়াক্ফ সম্পদগুলো কোম্পানির শেয়ার আকারে একটি কর্পোরেট সংস্থা দ্বারা ইস্যু এবং পরিচালনা করা হয়, যা মালয়েশিয়ায় ওয়াক্ফ পদ্ধতিতে বিপ্লব ঘটায়। মালয়েশিয়াতে, কর্পোরেট ওয়াক্ফের মডেলগুলোও Bank Muamalat Malaysia Berhad দ্বারা ব্যবহার করা হয়েছে (Ramli & Jalil, 2013b)।

একবিংশ শতকে ক্যাশ ওয়াক্ফ স্কিমগুলো বিভিন্ন দেশে অনুশীলন হচ্ছে, যথা- মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কুয়েত এবং যুক্তরাজ্যে ওয়াক্ফ শেয়ার স্কিম হিসেবে; সিঙ্গাপুর, বাহরাইন ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ডেপোজিট ক্যাশ ওয়াক্ফ স্কিম হিসেবে; মালয়েশিয়া, তুরস্ক, ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে কর্পোরেট ওয়াক্ফ প্রকল্প নামে; উজবেকিস্তানে সমবায় ওয়াক্ফ প্রকল্প হিসেবে (Mohsin, 2013)।

১০.২ সমকালীন পর্যবেক্ষণ

পূর্বাপর ইতিহাস পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়, ওয়াক্ফ ব্যবস্থা বাংলাদেশের অর্থনীতির কল্যাণময় ভিত্তিকে প্রতিনিধিত্ব করেছে এবং সময়ের আবর্তনে আওকাফের বিকাশ ও ব্যবস্থাপনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি ওয়াক্ফকৃত জমি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেকে উপকৃত হয়ে জাতীয় অর্থনীতি সমৃদ্ধ হচ্ছে। কাঠামোগত সংস্কার এবং বিচক্ষণ আর্থিক নীতির পাশাপাশি ক্যাশ ওয়াক্ফের মতো সময়োপযোগী সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বাংলাদেশের অর্থনীতিকে প্রভাবিত ও উন্নত করায় ভূমিকা রাখছে। এর ফলে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ (এফডিআই) আকর্ষণেরও সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

তাছাড়া, অর্থনৈতিক সংস্কারের পাশাপাশি ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং ওয়াক্ফ প্রশাসনের নানামুখী উদ্যোগ দেশের অর্থনীতিতে বেসরকারি খাতের ভূমিকা বৃদ্ধি করেছে। সময়োপযোগী সংস্কারগুলো বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করেছে এবং বিগত বছরগুলোতে বার্ষিক গড় জিডিপি ৫.৭৮% বৃদ্ধির হারসহ অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি এনে দিয়েছে (Bangladesh Bureau of Statistics, 2024)। ২০১৬-১৭ থেকে ২০২৩-২৪ (সা) অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে চলতি ও স্থির মূল্যে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার নিম্নরূপঃ

চিত্র-১: চলতি ও স্থির মূল্যে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার

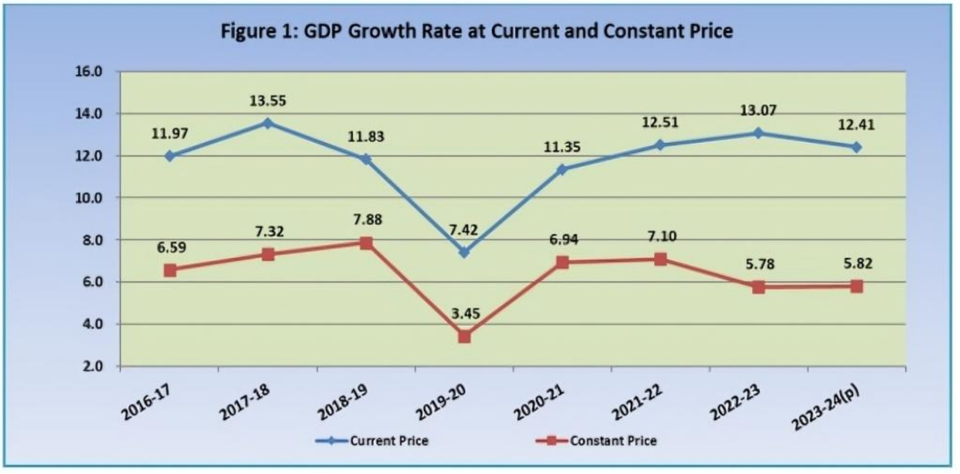

Ref: Bangladesh Bureau of Statistics, 2024

বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশের অর্থনীতির অগ্রগতি অনেক বিনিয়োগকারী, বিশেষজ্ঞ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করেছে। তবে "আয় ফেরত আনার ভোগান্তি, অস্থিতিশীল বৈদেশিক মুদ্রা পরিস্থিতি এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশের নেট ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট (এফডিআই) বা বিদেশি সরাসরি বিনিয়োগ আগের বছরের তুলনায় ৮.৮ শতাংশ কমেছে (The Business Standard, 2024)।"

চিত্র-২: প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ (এফডিআই)

লেখচিত্র ১৪.১: প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ

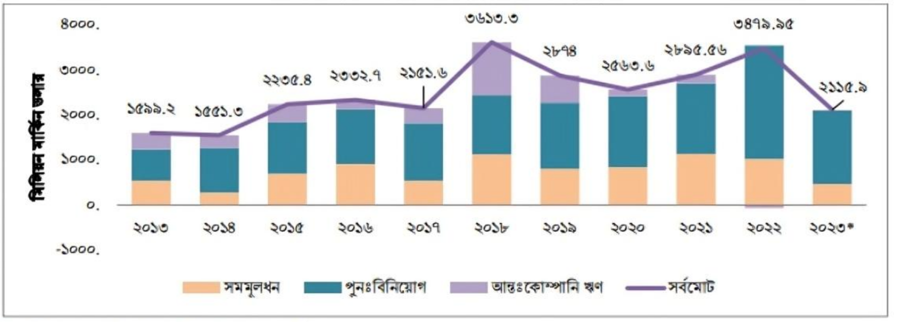

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক। * জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত।

Ref: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪, অধ্যায় ১৪: বেসরকারি খাত উন্নয়ন, পৃষ্ঠা ২১৩ (Ministry of Finance, 2024, p. 213)

অবকাঠামো নির্মাণ, বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি, বৈদেশিক ঋণের বোঝা দিনদিন অশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিবিসি বাংলার বর্ণনা মতে, "পাবলিক ও প্রাইভেট মিলিয়ে ২০১৭ সালের শেষে বাংলাদেশের সার্বিক মোট ঋণ ছিল ৫১.১৪ বিলিয়ন ডলার ২০২৩ সালের শেষ প্রান্তিকে এটি ১০০.৬৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছায় (BBC News Bangla, 2024, May.)।" এই সময়ে, জিডিপির অনুপাত অনুযায়ী বাজেট ঘাটতি বাড়লেও, প্রয়োজনীয় বাজেট ভারসাম্যের ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নতি ঘটেছে। একই সময়ে, জিডিপি ২০১৬-১৭ সালে ২৩,২৪,৩০৭ কোটি টাকা থেকে ২০২৩-২৪ সালে ৫০,৪৮,০২৭ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছিল এবং মাথাপিছু জিডিপি ১,৮১৬ মার্কিন ডলার থেকে ২,৬৭৫ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে (Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh, 2024, p. 9)।

সংক্ষেপে, এই গবেষণা ইঙ্গিত দেয় যে, বিগত দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতি যথেষ্ট উন্নতি না ঘটলেও, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাফল্য রয়েছে। অর্থনীতিতে এই সাফল্য আরও বেশি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হতো, যদি মালয়শিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও তুরস্কসহ মুসলিম দেশগুলোর অভিজ্ঞতা অনুসরণ করে বাংলাদেশের ওয়াক্ফ ব্যবস্থাসহ ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানগুলোর যুগোপযোগী বিকাশ এবং যথাযথ ব্যবস্থাপনা করা যেতো।

১০.৩ বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থায় ক্যাশ ওয়াক্ফ

মানবকল্যাণ ও কল্যাণময় অর্থনীতির অনন্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থায় ক্যাশ ওয়াক্ফ চালু হয়েছে। ইসলামি ব্যাংক গ্রাহকের নিকট থেকে মুদারাবা চুক্তির ভিত্তিতে ওয়াক্ফ ক্যাশ জমা চিরস্থায়ী দান হিসেবে গ্রহণ করে এবং বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ গ্রাহকের শর্ত বা পছন্দ অনুযায়ী শরীয়াহ্ সম্মত খাতে ব্যয় করে থাকে। সোশ্যাল ইসলামি

ব্যাংক ১৯৯৭ সালে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফ এর বিকল্প মডেল হিসেবে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ অ্যাকাউন্ট চালু করে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৮টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংক এবং ১৭টি প্রচলিত ব্যাংকের ২২টি শাখা ও ২৭টি উইনডো ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মধ্যে অধিকাংশ ইসলামি ব্যাংক ও কয়েকটি প্রচলিত ধারার ব্যাংক ক্যাশ ওয়াক্‌ফ হিসাবের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত রয়েছে। এ প্রকল্পটি বাংলাদেশের ইসলামি ব্যাংকসমূহে বিভিন্ন নামে চালু রয়েছে (Mesbah, 2018, p. 49)।

বাংলাদেশে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ ডিপোজিট একাউন্টের বৈশিষ্ট্য হলো- ক্যাশ ওয়াক্‌ফ ডিপোজিট একাউন্টে মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে জমা গ্রহণ করা হয়; ওয়াকিফের পক্ষে ব্যাংক ওয়াক্‌ফকৃত ফান্ড ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে; ছাপানো রশিদের মাধ্যমে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ জমা গৃহীত হয় এবং ঘোষিত টাকার পরিমাণ সম্পূর্ণ জমা হওয়ার পর ক্যাশ ওয়াক্‌ফ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়; ওয়াকিফের মৃত্যু হলে ওয়াক্‌ফ হিসাবের মুনাফা তার নির্দেশিত খাতে বা উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়; বার্ষিক মুনাফার টাকা উপকারভোগী প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প/ব্যক্তির একাউন্টে স্থানান্তর করা হয় অথবা ওয়াক্‌ফকারী কর্তৃক নির্ধারিত উপকারভোগী প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প/ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট শাখা সরাসরি প্রদান করতে পারে; যে উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ করা হয় তা সম্পন্ন বা বাস্তবায়নের পর ওয়াক্‌ফের অর্থ কোথায় ব্যয় করা হবে সে সম্পর্কে ওয়াক্‌ফ হিসাব খোলার আবেদনপত্রে ওয়াকিফ বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করতে পারেন, এ সংক্রান্ত কোন নির্দেশনা হিসাব খোলার আবেদনপত্রে উল্লেখ না থাকলে হিসাব খোলার ফরমে উল্লিখিত শরীয়াহসম্মত মানবকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হয় (Alam, 2023, p. 64)।

১০.৪ ক্যাশ ওয়াক্‌ফ প্রচলনের গুরুত্ব

ক্যাশ ওয়াক্‌ফ ইসলামি অর্থনীতির একটি উদ্ভাবনী ও প্রাসঙ্গিক অনুষঙ্গ, যা দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির এক কার্যকর মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে এটি এমন এক সদকা যার স্থায়ী কল্যাণ নিশ্চিত হয়; যার মূলধন অক্ষুণ্ন রেখে এর মুনাফা জনকল্যাণে ব্যয় করা হয়। কয়েকজন গবেষক যুক্তি দিয়েছেন, "দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ অনেক সময় সরকার জোগান দিতে পারে না; সেক্ষেত্রে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ বিকল্প অর্থায়ন ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করতে পারে (Rahman & Sohel, 2019)।" তারা বলেন, ওয়াক্‌ফ মুতাওয়াল্লি ওয়াকিফের কাছ থেকে তহবিল গ্রহণ করে তা ইসলামভিত্তিক প্রকৃত খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করেন, যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সহায়ক কার্যক্রমে ব্যয় হয় (Ibrahim, Amir, & Masron, 2013)।

গ্লোবাল ইসলামিক ফাইন্যান্স রিপোর্ট ২০১৫ অনুসারে, ক্যাশ ওয়াক্‌ফ একটি ক্রমবর্ধমান গুরুত্ববহ উপাদান হিসেবে উঠে এসেছে, তবে এর বিকাশে আরও উদ্যোগ

দরকার। বিশেষত মুসলিম বিশ্বে প্রশাসনিক কাঠামো ও আইনগত সামঞ্জস্যের অভাব এখনও বড় বাধা। এ রিপোর্টে ক্যাশ ওয়াক্ফের দুটি মৌলিক ভূমিকা নির্দেশ করা হয়েছে- পুরাতন আওকাফ ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন এবং আধুনিক আর্থ-সামাজিক প্রকল্পে অর্থায়ন (Edbiz Consulting, 2015)।

বাংলাদেশে ১৯৯৭ সালে সোশ্যাল ইসলামি ব্যাংক প্রথমবারের মতো ক্যাশ ওয়াক্ফ ডিপোজিট প্রোডাক্ট চালু করে, যা পরবর্তীতে ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ, এক্সিম ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া, শাহজালাল ইসলামি ব্যাংক এবং আল-আরাফাহ ইসলামি ব্যাংকে বিস্তৃত হয় (Mesbah, 2018)। এ উদ্যোগগুলো প্রমাণ করে যে, ব্যাংকিং মাধ্যমে খুচরা দানের ভিত্তিতে বৃহৎ তহবিল গঠন সম্ভব, যা জনসাধারণকে ক্যাশ ওয়াক্ফে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে। Çizakça (2000) এবং Kahf (2003) উল্লেখ করেছেন, আয়-উৎপাদনকারী খাতে ওয়াক্ফ তহবিল বিনিয়োগ করে টেকসই রাজস্ব আয় করা যায়, যা পুনরায় সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে ব্যয় করা সম্ভব। এটি 'উৎপাদনমুখী ওয়াক্ফ' ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বর্তমান সময়ে মানুষ পূর্বের মতো স্থাবর সম্পদ ওয়াক্ফে আগ্রহ হারাচ্ছে, কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জমির মূল্যবৃদ্ধির কারণে জমি ওয়াক্ফ করা কঠিন হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটে শরীয়াহ বিশেষজ্ঞরা ক্যাশ ওয়াক্ফকে একটি বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করছেন। সমাজের বিত্তবানরা তাদের স্থায়ী সাদাকা বা সন্তানদের ভবিষ্যৎ কল্যাণে ক্যাশ ওয়াক্ফকে নিরাপদ ও কল্যাণমুখী মাধ্যম হিসেবে দেখছেন। ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে ক্যাশ ওয়াক্ফের পরিমাণ প্রায় ১৮০ কোটি টাকা হলেও বাংলাদেশের ইসলামি ব্যাংকগুলো যদি নতুন উদ্যমে একটি ক্যাশ ওয়াক্ফ আন্দোলন শুরু করে, তাহলে কেবল বাংলাদেশেই ক্যাশ ওয়াক্ফের পরিমাণ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে (Ali, 2023, p. 21)। তাই দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষাবৃত্তি, পুনর্বাসন, স্বাস্থ্যসেবা ও প্রযুক্তি বিকাশে এটি ব্যয় ও বিনিয়োগ করা সম্ভব। এটি শুধু অর্থনৈতিক নয়, সামাজিক বিনিয়োগ হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ।

ক্যাশ ওয়াক্ফ প্রচলনটি ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য সম্পদ সংগ্রহের পাশাপাশি তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজের সুযোগ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে। Aminu Yakubu সহ কয়েকজন গবেষক সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য একটি ক্যাশ ওয়াক্ফ স্কিম তৈরি করেছে (CWSFUP), এই স্কিমটি কার্যকরভাবে পরিচালিত হলে সুবিধাবঞ্চিতদের মৌলিক চাহিদাগুলোকে অর্থায়ন এবং সমর্থন করার একটি উৎস হিসেবে কাজ করবে (Yakubu et al., 2022, p. 35)। এই স্কিম অনুযায়ী ক্যাশ ওয়াক্ফ তহবিল ব্যবহার করে ধনী ও মধ্যবিত্তকে দরিদ্রদের সহায়তায় জড়িত করে সুবিধাবঞ্চিতদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। মডেলের স্কেচটি নিম্নরূপ:

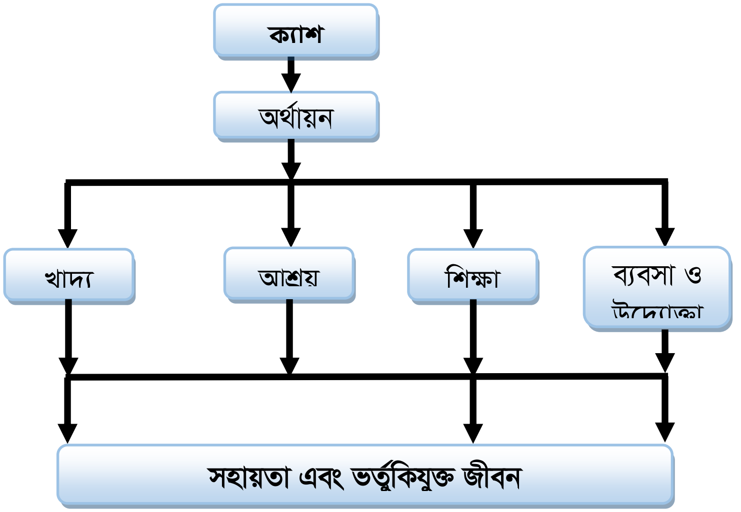

চিত্র ১.০ নগদ ওয়াক্‌ফ স্কিম

উপরের চিত্রটি দেখায় যে, অর্থায়নের মাধ্যমে কীভাবে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ পরিচালিত হবে এবং সেই অর্থায়ন খাদ্য, আশ্রয়, শিক্ষা, ব্যবসা ও উদ্যোক্তা বিকাশে ব্যয় করা হবে, যার ফলাফল হবে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের উন্নত জীবন। বিদ্যমান ক্যাশ ওয়াক্‌ফ মডেল ও স্কিমগুলোতে প্রচলিত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, যেখানে দাতারা শুধু অর্থ প্রদান করেন, কিন্তু তাঁদের অবদান কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সে সম্পর্কে তাঁদের কোনো ধারণা থাকে না। সাধারণত ক্যাশ ওয়াক্‌ফ দাতা এবং ওয়াক্‌ফ পরিচালকদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের স্বল্পতাসহ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের অভাবে এমনটি ঘটে। অতএব, এই স্কিমের অনুসরণে দাতা ও ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থাপনার মধ্যে যোগাযোগ ও সম্পৃক্ততা উন্নত হওয়ার পাশাপাশি দাতা ও দরিদ্রদের সন্তুষ্টি বৃদ্ধির একটি শক্তিশালী সম্ভাবনা রয়েছে।

১১. আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ

বিশ্বব্যাপী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে ক্যাশ ওয়াক্‌ফের বহুবিধ ব্যবহার এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বাংলাদেশের জন্য দিকনির্দেশক হতে পারে। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং তুরস্ক-এই তিনটি দেশের ক্যাশ ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থাপনায় রয়েছে নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক বৈচিত্র, যা বাংলাদেশে ক্যাশ ওয়াক্‌ফের সম্ভাব্য কাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ পাঠ হিসেবে কার্যকর হতে পারে। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণপূর্বক সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো-

১১.১ মালয়েশিয়া: কর্পোরেট ওয়াক্‌ফ ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা

ক্যাশ ওয়াক্‌ফ উন্নয়নে মালয়েশিয়া অন্যতম সফল উদাহরণ। দেশটিতে ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ থাকলেও এটি 'কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত' হয়। প্রতিটি প্রদেশে নিজস্ব ধর্ম বিষয়ক বিভাগ থাকলেও ওয়াক্‌ফ কার্যক্রমগুলো কেন্দ্রীয়ভাবে তদারকি

করা হয়ে থাকে। এটি ব্যাংক ও কর্পোরেট যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হয় এবং ফান্ড ব্যবস্থাপনা অধিকাংশই প্রযুক্তি নির্ভর। Waqaf An-Nur Corporation Berhad (WANCorp) হচ্ছে মালয়েশিয়ার অন্যতম সফল কর্পোরেট ওয়াক্ফ উদ্যোগ, যা Johor Corporation (JCorp) এর অধীনে পরিচালিত হয়। JCorp ওয়াক্ফ তহবিল ব্যবহার করে মালয়েশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগ করছে (Hassan & Siraj, 2010)। Islamic Bank Malaysia Berhad (IBMB) দেশের প্রথম ইসলামি ব্যাংক হিসেবে ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট চালু করে, যার মাধ্যমে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ওয়াক্ফ করতে পারে। এই তহবিল সুনির্দিষ্ট খাতে বিনিয়োগ করা হয় এবং এর আয় সামাজিক প্রকল্পে ব্যয় করা হয় (Mohsin, 2013)।

মালয়েশিয়া মূলত ফিকহে হানাফির অনুসারী হলেও আর্থিক খাতে উন্নয়নের প্রয়োজনে ওয়াকফ ও ইসলামিক ফাইন্যান্স বিষয়ে উদার ও বাস্তববাদী অবস্থান গ্রহণ করেছে; বিশেষত কর্পোরেট ওয়াকফ, ক্যাশ ওয়াকফ শেয়ার স্কিম এবং ডিজিটাল ওয়াকফ প্ল্যাটফর্ম চালু করে তারা রাষ্ট্রীয় নীতিমালার সাথে শরীয়াহ নীতির সমন্বয় ঘটিয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ মডেল অনুসরণ করা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, কারণ এখানে প্রচলিত ওয়াকফ আইন ও ইসলামী শরীয়াহর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব বিদ্যমান। (Hasan & Siraj, 2016; Mohsin, 2013)।

১১.২ ইন্দোনেশিয়া: ডিজিটাল ক্যাশ ওয়াক্ফ ও উৎপাদনশীল মডেল

ইন্দোনেশিয়ার ওয়াক্ফ কাঠামো অনেকটাই আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর। ক্যাশ ওয়াক্ফ ব্যবস্থাপনার জন্য Badan Wakaf Indonesia (BWI) ২০০৭ সালে রাষ্ট্র অনুমোদিত একটি স্বশাসিত সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ক্যাশ ওয়াক্ফ ব্যবস্থাপনায় সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত, তবে স্বাধীন সত্তা হিসেবে কাজ করে। 'Wakaf Tunai' বা ক্যাশ ওয়াক্ফ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য BWI ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে, যার মাধ্যমে অনলাইন পেমেন্ট, QR কোড এবং মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে ওয়াক্ফ সম্পাদন করা যায়। উল্লেখযোগ্য দিক হলো, এই ওয়াক্ফ তহবিল শুধু দাতব্য প্রকল্পে নয়, "Wakaf Produktif" অর্থাৎ লাভজনক প্রকল্পেও বিনিয়োগ করা হয়। যেমন: খামার, রেন্টাল প্রপার্টি বা মুদারাবা বিনিয়োগের মাধ্যমে আয় সৃষ্টি করে, যেটি পরে সমাজকল্যাণে ব্যবহৃত হয় (Hassan & Shahid, 2010)।

ইন্দোনেশিয়ায় স্বাস্থ্য ও হাসপাতাল খাতে অর্থায়নের একটি কার্যকর মডেল হিসেবে ক্যাশ ওয়াকফ ব্যবহার করা হচ্ছে, যেখানে ওয়াকফ তহবিল সংগঠিত হয়ে কর্পোরেট ওয়াকফ ম্যানেজমেন্ট, ব্যাংক অংশীদারিত্ব এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে হাসপাতাল স্থাপন, কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র পরিচালনা এবং দরিদ্র রোগীদের জন্য ভর্তুকিভিত্তিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে। এ মডেলে সরকার, ইসলামিক ফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান এবং ওয়াকফ ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে কাজ করছে, ফলে ওয়াকফ সম্পদ শুধু দাতব্য

খাতে সীমাবদ্ধ না থেকে উৎপাদনশীলভাবে স্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নয়ন ও সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার টেকসই অর্থায়নে অবদান রাখছে (Ascarya, 2021; Hasan & Siraj, 2016)।

১১.৩ তুরস্ক: ঐতিহ্যগত শক্ত ভিত এবং আধুনিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা

তুরস্কের ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থাপনার ঐতিহাসিক ভিত্তি উসমানীয় আমল থেকে শুরু, যা ইসলামি সমাজব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে পরিচালিত হয়েছে। বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্পূর্ণ ওয়াক্‌ফ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে General Directorate of Foundations (GDF), যার কর্মকাণ্ড তদারক করে তুরস্কের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ওয়াক্‌ফ তহবিল ব্যবহার করে GDF হাজার হাজার মসজিদ, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, পাঠাগার ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করছে। এখানকার ক্যাশ ওয়াক্‌ফ বিশেষভাবে শিক্ষা ও চিকিৎসা খাতে ব্যয় হয়। তুরস্কে ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, আর্থিক অডিট এবং আইনি কাঠামো বেশ উন্নত। GDF রেভিনিউ জেনারেটিং ওয়াক্‌ফ প্রকল্প (যেমন: ভাড়াভিত্তিক সম্পত্তি বা ব্যবসা) পরিচালনা করে, যার মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ আয় টেকসই হয় (Çizakça, 2004b)।

১১.৪ বাংলাদেশের জন্য আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে মূখ্যপাঠ

মালয়েশিয়ায় ক্যাশ ওয়াক্‌ফের মূল বৈশিষ্ট্য মূলত কর্পোরেট ওয়াক্‌ফ, কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধান এবং শরীয়াহ আইনে উদার মনোভাব, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মূখ্যপাঠ হলো ব্যাংক ও কর্পোরেট অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি এবং প্রচলিত ওয়াকফ আইন ও ইসলামী শরীয়াহর মধ্যে সমন্বয় সাধন। ইন্দোনেশিয়ায় এর মূল বৈশিষ্ট্য ডিজিটাল ক্যাশ ওয়াক্‌ফ এবং উৎপাদনশীল ওয়াক্‌ফ হিসেবে স্বাস্থ্য ও হাসপাতাল খাতে অর্থায়ন, অতএব বাংলাদেশের জন্য মূখ্যপাঠ হলো প্রযুক্তি-নির্ভর ফান্ড সংগ্রহ এবং উৎপাদনশীলভাবে স্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নয়নে ও স্বাস্থ্যসেবায় অর্থায়নের সুযোগ তৈরি করা। আর তুরস্কে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা এবং স্বচ্ছতাই এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য, এক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য গ্রহণযোগ্য পাঠ হলো সরকারি তদারকিতে কাঠামোগত উন্নয়ন করা। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা তথা মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও তুরস্কের ক্যাশ ওয়াক্‌ফ কার্যক্রম ও ব্যবস্থা থেকে বাংলাদেশের জন্য মূখ্যপাঠ সারণি-০১ নিম্নরূপ:

দেশ	মূল বৈশিষ্ট্য	বাংলাদেশের জন্য মূখ্যপাঠ
মালয়েশিয়া	কর্পোরেট ওয়াক্‌ফ, কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধান, শরীয়াহ আইনে উদারনীতি	ব্যাংক ও কর্পোরেট অংশীদারিত্ব, প্রচলিত ও শরীয়াহ আইনের সমন্বয়
ইন্দোনেশিয়া	ডিজিটাল ক্যাশ ওয়াক্‌ফ, উৎপাদনশীল ওয়াক্‌ফ	প্রযুক্তি-নির্ভর ফান্ড সংগ্রহ, উৎপাদনশীল খাতে অর্থায়ন
তুরস্ক	রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা	সরকারি তদারকিতে কাঠামোগত উন্নয়ন

১২. গবেষণা ফলাফল

১২.১ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও স্থিতিশীলতা

সাধারণভাবে অর্থনীতিতে ক্যাশ ওয়াক্ফের অনেক সুবিধা রয়েছে, তুরস্কের কেস স্টাডির ক্ষেত্রে এটি প্রধানত দারিদ্র্য বিমোচন, জনসেবমূলক কার্যক্রম এবং কল্যাণময় অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। ইতোপূর্বের আলোচনায় লক্ষ্য করা যায়, উসমানীয় বাজার অর্থনীতিতে ক্যাশ আওকাফ বা ক্যাশ এনডাউমেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ক্যাশ ওয়াক্ফ অন্যান্য ওয়াক্ফের মতোই মানুষের সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, পাশাপাশি এর অর্থনৈতিক কার্যকারিতা আরও স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়। তুরস্কের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, ক্যাশ ওয়াক্ফ দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের উৎস হিসেবে কাজ করেছে এবং সুদের নেতিবাচক প্রভাব হ্রাসে সহায়ক হয়েছে। ওয়াকফিয়াহর মাধ্যমে মুনাফার হার নির্ধারণ করে এটি একটি শরিয়াসম্মত আর্থিক বিকল্প হিসেবে কার্যকর হয়েছে। একইভাবে, বাংলাদেশের ছোটগ্রাম ও অঞ্চলগুলোতে পূর্বনির্ধারিত হারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে ক্যাশ ওয়াক্ফ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও স্থিতিশীলতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

১২.২ ন্যায়ভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থা

ক্যাশ ওয়াক্ফ স্বল্প সঞ্চয়কারীদের জন্যও একটি সুযোগ তৈরি করে, যেখানে তারা তাদের সঞ্চয় দাতব্য কার্যক্রম ও সামাজিক সেবায় ব্যবহার করতে পারে। ইসলামি নিয়মানুসারে, বড় ধনসম্পদ সংগ্রহে সীমাবদ্ধতা থাকায়, অতীতে উসমানীয় সাম্রাজ্যে বিপুল অর্থ ক্যাশ ওয়াক্ফের মাধ্যমে সংগৃহীত হতো, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল জনকল্যাণ, কোনো ধরনের মুনাফাভিত্তিক লাভ নয়। বাংলাদেশেও ক্যাশ ওয়াক্ফ এমন একটি ন্যায়ভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থার পথ সুগম করতে পারে, যা সমাজের কল্যাণে নিবেদিত থাকবে। আর যেমনটি (Tabakoğlu, 2012:192) বলা হয়েছে- "ক্যাশ ওয়াকফের অর্থনৈতিক মনোবৃত্তি হলো ইসলামি এবং সংক্ষেপে এটিকে এইভাবে বলা যায়, অর্থনীতির কাজ হলো জনগণের কল্যাণ বৃদ্ধি করা- পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মতো নয়, যেখানে মানুষকে অর্থনীতির জন্য ভাবা হয়।"

১২.৩ সামাজিক সুরক্ষা ও জনকল্যাণমূলক পরিষেবার নিশ্চয়তা

তুরস্কের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, ক্যাশ ওয়াক্ফ অনেকগুলো সরকারি পরিষেবার নিশ্চয়তা দিয়েছিল এবং নিশ্চিত করেছিল যা সরকার বর্তমানে তহবিল দেয়। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষামূলক পরিষেবা হিসেবে স্কুল, ইসলাম ধর্মীয় পরিষেবা হিসেবে মসজিদ বা সুফি কমপ্লেক্স, নিরাপত্তা ও বাণিজ্য পরিষেবা হিসেবে কাফেলা বা সরাইখানাগুলো, অবকাঠামোগত পরিষেবা হিসেবে ফুটপাত ও ফোয়ারা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেমন- হাসপাতাল, ধর্মশালা, ভিক্ষাগৃহ ইত্যাদি সামাজিক জনসেবা হিসেবে এগুলোর সবই আওকাফ ব্যবস্থা দ্বারা অর্থায়ন করা হয়েছিল। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এসব পরিষেবায় ওয়াক্ফ ও ক্যাশ ওয়াক্ফ সহায়তা করতে পারে। এছাড়াও বাংলাদেশের অর্থনীতিকে

সমর্থন করার জন্য সামাজিক উদ্যোগে বিকল্প অর্থায়নের জন্য ক্যাশ ওয়াক্‌ফকে ব্যবহার করা যেতে পারে, উদাহরণস্বরূপ (Nur Fauziah, 2021) একটি গবেষণাপত্রে ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রে এই সংক্রান্ত অধ্যয়ন ও ফলাফলে দেখায়, "অধিকাংশ উত্তরদাতা একমত হয়েছেন যে, টেকসই সামাজিক উদ্যোগের প্রধান সমস্যা হলো অর্থায়নের অধিগমন", তাই প্রস্তাবিত মডেলের ওপর ভিত্তি করে গবেষণাপত্রটি "ইন্দোনেশিয়ায় SDG8 অর্জনে একটি সমন্বিত ক্যাশ ওয়াক্‌ফ সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ বিজনেস (ICWSE-B) মডেল" প্রস্তাব করেছে।

১২.৪ ক্ষুদ্র-ব্যবসা অর্থায়নের উৎস

ইসলামি অর্থনীতির উন্নয়নে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ তহবিলের অনেক সুবিধা রয়েছে। এটি ছোট ও মাঝারি আকারের ব্যবসায় ঋণ প্রদানের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্মুখীন হওয়া সম্পত্তিভিত্তিক দায়- যেমন, বাড়ি বাজেয়াপ্ত হওয়া এবং মন্দ ঋণের মতো সমস্যাগুলোও লাঘব করতে সহায়তা করতে পারে। (Mohd Thas Thaker et al., 2016) দাবি করে যে, অলাভজনক সংস্থাগুলোর সাথে জড়িত হয়ে অংশগ্রহণমূলক চুক্তির মাধ্যমে, ক্যাশ ওয়াক্‌ফ ক্ষুদ্র-ব্যবসার অর্থায়নের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই অর্থায়ন কৌশল অবশ্যই জামানত, সুদের হার এবং অন্যান্য কঠোর বিধিনিষেধ বিবর্জিত হবে। Azrai Azaimi Ambrose আরও দাবি করে যে, একটি ইসলামিক ইউনিট ট্রাস্ট ফার্মের সাথে অংশীদারিত্বে পরিচালিত মালয়েশিয়ান ওয়াকাফ ফাউন্ডেশনের ক্যাশ ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা মালয়েশিয়ায় একধরনের বিকল্প অর্থায়ন। মালয়েশিয়ার ফেডারেল সরকার ক্যাশ ওয়াক্‌ফ থেকে পাবলিক পণ্যের তহবিলের জন্য বিনিয়োগের ওপর রিটার্ন ব্যবহার করতে পারে (Azrai Azaimi Ambrose et al., 2018)।

১২.৫ উচ্চশিক্ষায় টেকসই তহবিল

তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার উচ্চশিক্ষায় ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তুরস্কে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ মূলত রাষ্ট্রের অর্থায়নে পরিচালিত হলেও, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সাধারণত নিজেদের তহবিল থেকেই শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০১৬ সাল পর্যন্ত তুরস্কে ১৯৫টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, যার মধ্যে অনেকগুলোই ছিলো ওয়াক্‌ফ-ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় (Azrak, 2022)। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, এই অভিজ্ঞতা শিক্ষা খাতে ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থার একটি সম্ভাব্য দিক নির্দেশ করে। সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি, ওয়াক্‌ফ ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হলে তা শিক্ষার বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষত, ব্যবসায়ী ও সমাজের দানশীল ব্যক্তিদের সহযোগিতায় উচ্চশিক্ষায় একটি টেকসই তহবিল গঠনের মাধ্যমে সরকারকে

আর্থিকভাবে সহায়তা করা সম্ভব, যা বাংলাদেশের শিক্ষাখাতে ওয়াক্ফ ব্যবস্থার কার্যকর প্রয়োগে অনুপ্রেরণা হতে পারে।

১২.৬ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও হাসপাতাল খাতে ইন্দোনেশিয়ার ক্যাশ ওয়াকফ মডেল প্রয়োগ করা যেতে পারে ওয়াকফ ফান্ডকে ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংগঠিত করে হাসপাতাল স্থাপন, গ্রামীণ কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনা এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে। ইন্দোনেশিয়ার মতো সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ও ইসলামিক ব্যাংকগুলোর কর্পোরেট ওয়াকফ উদ্যোগের সমন্বয়ে এটি টেকসই অর্থায়নের উৎসে রূপ নিতে পারে। ফলে স্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নয়ন, দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষদের জন্য সাশ্রয়ী চিকিৎসা এবং সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবায় ক্যাশ ওয়াকফ একটি কার্যকর হাতিয়ার হতে পারে।

১২.৭ দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন শাখার গবেষকদের ব্যাপক মনোযোগ সত্ত্বেও, এটি এখনও কোটি কোটি মুসলমানের জীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এমন প্রেক্ষাপটে, অতীত গবেষণার ঘাটতি পূরণ এবং নীতিনির্ধারণে সহায়ক নতুন জ্ঞান সৃষ্টির জন্য এ বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তুরস্কে ওয়াক্ফ ব্যবস্থার সফল একটি উদাহরণ হলো "জেনারেল ডিরেক্টরেট অব ফাউন্ডেশনস (Awqaf)", যা ইতোমধ্যে ৩,৫০০ এরও বেশি ওয়াক্ফ স্থাপনা পুনর্গঠন করেছে। উসমানীয় আমলের ফাউন্ডেশনভিত্তিক সভ্যতা নতুন করে পুনর্জীবিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে দেশটির অর্থনীতিতে প্রায় ২.৫ বিলিয়ন তুর্কি লিরা অবদান রাখা সম্ভব হয়েছে (Azrak, 2022)। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, তুরস্কের এই মডেলটি দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ওয়াক্ফ ব্যবস্থার একটি কার্যকর রূপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সুষ্ঠু গবেষণা ও নীতিগত সহায়তার মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজকল্যাণে ওয়াক্ফের সম্ভাবনাময় অবদান আরও বিস্তৃত করা সম্ভব।

গবেষণাপত্রের মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশে ক্যাশ ওয়াক্ফ-এর মাধ্যমে কল্যাণময় অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ করা। গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশেও ক্যাশ ওয়াক্ফের কার্যকর প্রয়োগ অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। নিম্নোক্ত ছকটি ক্যাশ ওয়াক্ফের বিভিন্ন প্রয়োগ ও অর্থনীতিতে তার প্রভাব সংক্ষেপে উপস্থাপন করে, যা বাংলাদেশের জন্য একটি কার্যকর মডেল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

সারণি-০২: ক্যাশ ওয়াক্ফের প্রয়োগ এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর প্রভাব

প্রয়োগক্ষেত্র (প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ)	**অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব**
শিক্ষা প্রকল্প	ক্যাশ ওয়াক্ফের মাধ্যমে শিক্ষার জন্য অর্থায়ন। ওয়াক্ফ হল শিক্ষা

	প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থায়নের একটি মূল উৎস। যেমনঃ বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই ওয়াক্ফ মডেলটি বাংলাদেশ জুড়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থায়নের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প	ক্যাশ ওয়াক্ফের মাধ্যমে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা খাতে অর্থায়ন। ক্যাশ ওয়াক্ফ হল মূলত জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থায়নের একটি মূল উৎস। যেমনঃ হাসপাতাল, মেডিকেল ও নার্সিং প্রতিষ্ঠান। এই ওয়াক্ফ মডেলটি বাংলাদেশ জুড়ে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
উদ্বাস্তুদের অর্থায়ন	মানবিক সমস্যার সমাধানে, শরণার্থীদের জন্য একটি বিকল্প অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের পদ্ধতি হিসেবে ক্যাশ ওয়াক্ফ প্রস্তাব করা হচ্ছে। শরণার্থীদের জন্য একটি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সহায়তা কৌশল গড়ে তুলতে ক্যাশ ওয়াক্ফ ব্যবহৃত হবে।
ব্যক্তিগত অর্থায়ন	ব্যক্তিগত অর্থায়নের জন্য একটি অলাভজনক মাধ্যম হিসেবে ব্যাংকিং কাঠামোর মধ্যে ক্যাশ ওয়াক্ফ তহবিল ব্যবহার করে ঋণ প্রদান, যা ইসলামি ব্যাংকের অর্থায়ন কার্যক্রমে সহায়তা করবে।
গৃহ অর্থায়ন	ইসলামি ব্যাংকের গৃহ অর্থায়নে সহায়তা করার জন্য 'গৃহ মালিকদের ক্যাশ ওয়াক্ফ ফিন্যান্সিয়াল কো-অপারেটিভ-মুশারাকাহ মুতানাকিসাহ হাউস ফাইন্যান্সিং মডেল' প্রতিষ্ঠা করা।
	বাড়ি, হোটেল, জমি ইত্যাদির মতো রিয়েল এস্টেট সম্পত্তি ক্রয় এবং সেগুলো ভাড়া দেওয়া।
সামাজিক সুরক্ষা	সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহায়তা এবং সামাজিক সুরক্ষা পরিষেবাগুলো সম্পাদন করা।
আর্থিক স্থিতিশীলতা	নির্ধারিত পরিচালন হারের ভিত্তিতে এবং এর ব্যাপক বিস্তারের ফলে, রাষ্ট্রের ছোট ছোট গ্রাম ও অঞ্চলগুলোও এই ব্যবস্থার সুফল ভোগ করবে।
	"ইন্টিগ্রেটেড ক্যাশ ওয়াক্ফ মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ইনভেস্টমেন্ট মডেল" নামে পরিচিত ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলোর জন্য অর্থায়ন প্রতিষ্ঠা করা।
সামাজিক উদ্যোগ	বাংলাদেশে সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য একটি "ইন্টিগ্রেটেড ক্যাশ ওয়াক্ফ সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ বিজনেস মডেল" বাস্তবায়নের পরামর্শ রাখা।
ইসলামি ওয়াক্ফ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা	ক্যাশ ওয়াক্ফ নীতির ভিত্তিতে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের অর্থায়নের সমস্যা দূর করা।
ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ	আওকাফ এবং ইসলামি ক্ষুদ্রঋণের সমন্বিত ব্যবস্থা ওআইসিভুক্ত

প্রতিষ্ঠান স্থাপন	দেশগুলোতে দারিদ্র্য কমাতে সাহায্য করতে পারে।
ব্যাংকিং শিল্পে প্রয়োগ	যেহেতু, কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR)-এর সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তাই সমাজের কল্যাণে ওয়াক্ফের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকিং বাহ্যিক পরিবেশের চেয়ে অভ্যন্তরীণ পরিবেশকে বেশি অগ্রাধিকার দেয়। তরলতা, পরিশোধ, বিনিয়োগ এবং তহবিল ব্যবস্থাপনার ব্যাংক ফি-র ওপর সাময়িক প্রভাব বিবেচনায় রেখে বিনিয়োগের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে হলে একটি দক্ষ ক্যাশ ওয়াক্ফ কাঠামো প্রয়োজন।
কৃষিতে অর্থায়ন	কৃষিনির্ভর অঞ্চলগুলোতে কৃষির বিকাশের জন্য ক্যাশ ওয়াক্ফ একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হতে পারে।

অবশ্যই, এ সকল পরামর্শ ও প্রকল্পগুলো সরকারি প্রশাসনের সহায়তা ছাড়া শক্তিশালী প্রভাব ফেলবে না। যেহেতু আওকাফের অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার দুর্বলতা সাধারণত ওয়াক্ফ তহবিল বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি আওকাফ প্রশাসনের দুর্বলতার কারণে ঘটে (Ahmad and Karim, 2019)।

অন্যদিকে, ওয়াক্ফ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য Laallam et al. (2020)-এর গবেষণাপত্রে কিছু সমাধানের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, "যা বুদ্ধিবৃত্তিক পুঁজি (Intellectual Capital) ব্যবহারের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য। যেমন: মেধাবী ও দক্ষ জনশক্তিকে আকৃষ্ট করা এবং ধরে রাখার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা; প্রযুক্তি, অবকাঠামো, তথ্যভাণ্ডার ও নির্দেশিকা তৈরিতে বিনিয়োগ করা; এবং যৌথ বিনিয়োগ ও প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে নতুন সংযোগ ও সংস্থা গঠনের মাধ্যমে ওয়াক্ফ ব্যবস্থার সামগ্রিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা (Laallam et al. 2020)।"

১৩. গবেষণা সুপারিশ

বাংলাদেশে ক্যাশ ওয়াক্ফ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য নিম্নোল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা প্রয়োজন। যেগুলো সামাজিক, আইনি, প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক দিক থেকে কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে সহায়ক হবে:

১৩.১ আইনি সংস্কার

বর্তমানে বাংলাদেশের ওয়াক্ফ আইন মূলত জমি বা স্থাবর সম্পত্তি-ভিত্তিক ওয়াক্ফ নিয়ন্ত্রণে সীমাবদ্ধ। ক্যাশ ওয়াক্ফের জন্য স্বতন্ত্র ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আইন প্রণয়নের প্রয়োজন। বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশে যেমন মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় ক্যাশ ওয়াক্ফ

আইনগত স্বীকৃতি পেয়ে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে (Hassan & Siraj, 2010)। বাংলাদেশেও এই ধারায় আইনি সংস্কার জরুরি।

১৩.২ ব্যাংক ও প্রযুক্তি সংযোগ

ক্যাশ ওয়াক্ফের সম্প্রসারণে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার অপরিহার্য। ইন্দোনেশিয়ার Badan Wakaf Indonesia (BWI) এর ডিজিটাল ক্যাশ ওয়াক্ফ প্ল্যাটফর্ম একটি সফল উদাহরণ (Hassan, & Shahid, 2010)। বাংলাদেশেও ফিনটেক[৮] সেক্টরের দ্রুত বৃদ্ধি ক্যাশ ওয়াক্ফ ডিজিটালাইজেশনের সুযোগ করে দিচ্ছে।

১৩.৩ সুশাসন ও স্বচ্ছতা

ওয়াক্ফ পরিচালনার ক্ষেত্রে পেশাদার ব্যবস্থাপনা এবং স্বচ্ছতার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তুরস্কে General Directorate of Foundations এর আধুনিক প্রশাসনিক কাঠামো ও স্বচ্ছতা বাংলাদেশের জন্য অনুকরণীয় (Çizakça, 2004)। বাংলাদেশেও ওয়াক্ফ ব্যবস্থাপনায় এই দিকগুলো অগ্রাধিকার পেতে হবে।

১৩.৪ জাতীয় ওয়াক্ফ ডেটাবেইস

ক্যাশ ওয়াক্ফসহ সমস্ত ওয়াক্ফ তহবিল ও সম্পদের কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার (Centralized Database) প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। মালয়েশিয়া ও তুরস্কের উদাহরণে দেখা যায়, জাতীয় ওয়াক্ফ ডেটাবেইস প্রশাসনিক দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে সহায়ক (Hassan, 2015)। বাংলাদেশেও ডিজিটালাইজেশনের এই সুযোগকে কাজে লাগানো উচিত।

১৪. উপসংহার

এই গবেষণায় ক্যাশ ওয়াক্ফ-এর ধারণা, কার্যকারিতা ও সম্ভাব্য প্রভাব বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, এটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি কার্যকর ও টেকসই আর্থিক বিকল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। আল্লাহর নামে জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে নগদ অর্থ দ্বারা গঠিত এই তহবিল ধর্মীয় ও সামাজিক উদ্দেশ্যে যেমন উপযোগী, তেমনি বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশের ক্যাশ ওয়াক্ফ বিষয়ে একটি সমন্বিত ও বিস্তৃত গবেষণার অভাব রয়েছে, যা এই খাতে নীতি-নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। গবেষণায় ক্যাশ ওয়াক্ফের বিভিন্ন সম্ভাব্য প্রয়োগ- যেমন ইসলামি ওয়াক্ফ ব্যাংক স্থাপন, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বিনিয়োগ

---

[৮] Schueffel ফিনটেককে সংজ্ঞায়িত করেছেন, "আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কার্যক্রমকে সামনে এগিয়ে নিতে টেকনোলজির যে ব্যবহার করা হয় তাই ফিনটেক" (Shubber, Kadhim. 2016. "Abu Dhabi and Dubai Put Fintech First." Financial Times, Oct. 6, 2016. https://www.ft.com/content/87d48142-53e5-11e6-9664e0bdc13c3bef)

তহবিল গঠন ইত্যাদি প্রস্তাব করা হয়েছে, যা দেশের দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। এই প্রস্তাবনাগুলোর সফল বাস্তবায়ন বাংলাদেশের সম্পদের ন্যায্য বণ্টন, সরকারি ব্যয় হ্রাস এবং অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও তুরস্কের ক্যাশ ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, একটি শক্তিশালী আইনি কাঠামো, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর প্রশাসন এবং জনসচেতনতার মাধ্যমে ওয়াক্‌ফের সম্ভাবনাকে পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগানো সম্ভব। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এ অভিজ্ঞতাগুলো অনুসরণ করে ক্যাশ ওয়াক্‌ফকে একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের শক্তি হিসেবে রূপান্তর করা যেতে পারে।

পরিশেষে, ক্যাশ ওয়াক্‌ফকে কেবলমাত্র দাতব্য কর্মকাণ্ড হিসেবে না দেখে, এটিকে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন কাঠামোর অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এর জন্য সরকার, ইসলামি ব্যাংক, বেসরকারি খাত ও নাগরিক সমাজের সমন্বিত উদ্যোগ অপরিহার্য। সঠিক নীতিমালা, প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা এবং সচেতন অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একটি যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হবে।

Bibliography

Al Qur'ān al-Karim

AAOIFI. (2010). *Governance Standard for Islamic financial institutions (GSIFI)*. Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.

Ahmad, A. U. F., & Karim, M. F. (2019). Opportunities and Challenges of Waqf in Bangladesh: The Way forward for Socio-economic Development. In K. M. Ali, M. K. Hassan, & A. E. E. Saaid Ali (Eds.), *Revitalization of Waqf for Socio-economic Development* (Vol. 1, pp. 193–212). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-18445-2_10

Ahmad, M. (2015). Cash Waqf: Historical Evolution, Nature and Role as an Alternative to Riba-based Financing for the Grass Root. *Journal of Islamic Finance*, *4*(1), 63–74.

Ahmed, H. (2007). Waqf-based Microfinance: Realizing the Social Role of Islamic Finance. *Paper presented at the International Seminar on Integrating Awqaf in the Islamic Financial Sector*, Singapore, March 6–7, 2007.

https://www.isfin.net/sites/isfin.com/files/waqf-based_microfinance-_realizing_the_social_role_of_islamic_finance.pdf

Al Fayyūmī, Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn ‘Alī Al Muqrī. (n.d.). *Al Miṣbāḥ Al Munīr*. Bairūt: Al Maktabah Al ‘Ilmiyyah

Alam, M. M. (2023). Welfare activities in Islamic Banking System: Case of Cash Waqf. *Islami Ain O Bichar*, 19(74–75). 61–62. https://doi.org/10.58666/iab.v19i74-75.148

Al-Bukhārī, Abū ‘Abdullah Muḥammad Ibn Ismā‘īl. (2002). *Al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.

Al-Bukhari, M. I. (1997). *Sahih al-Bukhari* (M. M. Khan, Trans.; Vol. 3). Riyadh, Saudi Arabia: Darussalam

Ali, A. (2023). Enjoyment of Cash-waqif: The Profit and Encashment of Principal Amount—A comparative Fiqh Analysis. *Islami Ain O Bichar*, *19*(74–75). https://doi.org/10.58666/iab.v19i74-75.255

Al-Nawawī, Abū Zakariyā Muhī al-Dīn Sharf. (1991). *Rawḍat al-Ṭālibīn wa ʿUmdat al-Muftīn* (Vol. 5). Beirut: Al-Maktab al-Islāmī.

Al-Tarābilasī, Ibrāhīm Ibn Musa. (1981). *Al-Isʿāf fī Aḥkām al-Awqāf*. Beirut: Dār al-Rāʾid.

Al-Tāsūlī, A. I. (1998). *Al-Bahjah fī Sharḥ al-Tuhfah* (M. ʿA. Shahun, Ed.; Vol. 2). Lebanon: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Ascarya. (2021). *Sustainable cash waqf models for health and education in Indonesia*. Bank Indonesia Working Paper.

Azrai Azaimi Ambrose, A. H. B., Mohamed Aslam, M. A., & Hanafi, H. (2018). The Possibility of Using Waqf to Finance the Malaysian Federal Government’s Public Expenditure. *JATI: Journal of Southeast Asian Studies*, *23*(2), 89–106. https://doi.org/10.22452/jati.vol23no2.5

Azrak, T. (2022). The Roles of Cash Waqf in Improving the Economic Welfare: Case Study of Turkey. *The Journal of Management Theory and Practice (JMTP)*, *3*(1). https://doi.org/10.37231/jmtp.2022.3.1.200

Baharuddin, S. (1998). Pentadbiran dan pengurusan harta waqaf di Semenanjung Malaysia (The Administration and Management of Waqf Property in Peninsular Malaysia). In *Proceedings of the Seminar on Management and Development of Awqaf Properties* (pp. 91–116). Jeddah.

Bakhaḍir, M. S. ʿA. (2017). *Tamwīl waqf al-nuqūd lil mashārīʿ mutanāhiyah al-ṣighar fī muʾassasat al-tamwīl al-islāmī* (PhD thesis, Jāmiʿah al-ʿUlūm al-Islāmiyyah al-ʿĀlamiyyah, ʿAmmān).

Bangladesh Bureau of Statistics. (2024, July). *National Accounts Statistics*. https://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/cdaa3ae6_cb65_4066_8c61_d97e22cb836c/2024-08-28-08-45-2c85b27293fe10bd15f49c9e37095e26.pdf

BBC News Bangla. (2024, May 24). [সাত বছরে দ্বিগুণ হয়েছে বাংলাদেশের ঋণ, কার কাছে কত দেনা?]. BBC. Retrieved November 24, 2024, from https://www.bbc.com/bengali/articles/c299xp0074zo

Budiman, M. Arif. (2014). The Significance of Waqf for Economic Development. *Equilibrium*, *1*(2), 19–34. Also available at Munich Personal RePEc Archive (MPRA Paper No. 81144). https://mpra.ub.uni-muenchen.de/81144/

Çizakça, M. (2000). *A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present*. İstanbul: Boğaziçi University Press.

Çizakça, M. (2004a). Incorporated Cash Waqfs and Mudarabah: Islamic Non-bank Financial Instruments from the Past to the Future? In *Proceedings of the International Seminar on Non-Bank Financial Institutions* (January 26–28, 2004). Kuala Lumpur, Malaysia.

Çizakça, M. (2004b). Ottoman Cash Waqfs: An Alternative to Non-Interest Banking. *Journal of Economic and Social History of the Orient*, 38(3), 313–354.

Çizakça, M. (2004c). Ottoman Cash Awqaf Revisited: The Case of the Bursa 1555–1823 (Publication ID: 4062). *Foundation for Science, Technology and Civilization*.

Çizakça, M. (2013). *Cash waqf as a financial instrument*. In M. K. Hassan & M. K. Lewis (Eds.), *Handbook of Islamic banking*. Edward Elgar Publishing.

Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Damad Afandi, Shaykh Zadah, ʿAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn S. (1986). *Majmaʿ al-Anhur fī Sharḥ Multaqā al-Abḥur (Vol. 1)*. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī. (Original work published 1667)

Edbiz Consulting. (2015). *Global Islamic Finance Report 2015*. https://www.gifr.net/gifr_2015.htm

Fatwa-e-ʿĀlamgīrī. (n.d.). *Fatwa-e-ʿĀlamgīrī (Vol. 2)*. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī.

Fauzi, R., Astarudin, T., & Khaeruman, B. (2023). Optimization of Digital-based Waqf and its Role in Economic Development in Indonesia. *Jurnal*

Sosioteknologi, 22(1), 124–132. https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2023.22.1.10

Hasan, Z., & Siraj, S. A. (2016). Waqf as a Sustainable Social Finance Instrument for Healthcare and Education: The Indonesian experience. *Journal of Islamic Finance*, 5(1), 23–35.

Hasan, R., & Siraj, S. A. (2016). Waqf as a Socio-Economic Financing Instrument: Contemporary Relevance and Applications in Bangladesh. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(3). https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2015-0062

Hassan, A. A. (1984). Waqf in Islamic Jurisprudence. In *Proceedings of the Seminar on Management and Development of Awqaf Properties* (Jeddah, 4–16 August).

Hassan, M. K., & Rashid, M. (2019). Cash waqf and its Development: Potential for Social Welfare in Bangladesh. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 15(3), 45–62.

Hassan, A., & Shahid, M. K. (2010). Management and Development of the Awqaf Assets. In *Seventh International Conference: The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy*. Bangi: IRTI Working Paper Series.

Hassan, M. K. (2015). An Integrated Islamic Social Finance Framework for Sustainable Development. *Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank Group*.

Hassan, M. K., & Siraj, S. A. (2010). Developing Waqf Institutions in Malaysia: Issues and Challenges. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 3(2)*.

Ibn ʿĀbidīn, M. A. (1327 H). *Radd al-Muḥtār ʿAlā al-Durr al-Mukhtār*. Cairo: Maṭbaʿah al-Yamāniyyah.

Ibn Fāris, Abū Al Ḥusain Aḥmad. 1399H. *Mu'jam Maqāyīs Al Lughah*. Bairūt: Dār Al Fikr

Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, A. I. A. (2009). *Fatḥ al-Bārī fī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Vol. 5, p. 380). Beirut: Maktabat al-ʿAṣriyyah.

Ibn Manẓūr, Muḥammad Ibn Mukarram Ibn 'Alī Al Afrīqī. (n.d.). *Lisān Al 'Arab*. Bairūt: Dār Al Ṣādir

Ibn Mufliḥ, Ibrāhīm Ibn Muḥammad. (1997). *Al-Mubdiʿ fī Shaḥ al-Muqniʿ (Vol. 5).* Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Ibn Nujaim, Zain Al Dīn 'Umar Ibn Ibrāhīm Ibn Muḥammad. (1422 H). *Al-Nahr al-Fāʾiq Sharḥ Kanz al-Daqāʾiq (Vol. 3)*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Ibn Nujaym, Zain al-Dīn. (2002). *Al-Baḥr al-Rā'iq (Vol. 5)*. India: Zakaria Book Depot.

Ibn Nujaym. (n.d.). *Al-Baḥr al-Rā'iq Sharḥ Kanz al-Daqā'iq (Vol. 5)*. Cairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī.

Ibn Taymiyyah, Taqī Al dīn Abū Al ʻAbbās Aḥmad Ibn ʻAbdul Ḥalīm al-Ḥarrāī. (1995). *Majmūʿ al-Fatāwā (Vol. 31)*. Medina: King Fahd Complex for the Printing of the Holy Qurʾān.

Ibrahim, H., Amir, A., & Masron, T. A. (2013). Cash waqf: An innovative instrument for economic development. *International Review of Social Sciences and Humanities, 6*(1). http://www.irssh.com

Ismail, S., Hassan, M., & Rahmat, S. (2023). Chapter 4: Exploring waqf practices in Southeast Asia. In M. Obaidullah (Ed.), *Islamic social finance*. Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781803929804.00012

Kahf, M. (1998). Al-Waqf al-Islami: Tatawwuruh, Idaratuh, Istithmaruh, wa Dawruh fi al-Tanmiyah [Islamic Waqf: Its Evolution, Management, Investment, and Role in Development] (1st ed.). Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank.

Kahf, M. (2003). The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare. Paper presented at the *International Seminar on "Waqf as a Private Legal Body," Islamic University of North Sumatra, Medan, Indonesia, January 6–7, 2003.*

Kahf, M. (2014). *Notes on Islamic Economics – Charitable Sector* (1st ed.). California: Monzer Kahf. https://monzer.kahf.com/preview/notes2.pdf

Laallam, A., Kassim, S., Adawiah, E. R., & Saiti, B. (2020). Towards Knowledge-based Waqf Organizations. In B. Saiti & A. Sarea (Eds.), *Challenges and Impacts of Religious Endowments on Global Economics and Finance*. IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-0218-1

Mannan, M. A. (1995). *Structural Adjustment and Islamic Voluntary Sector with Special Reference to Awqaf in Bangladesh* (Occasional Paper No. 38). Islamic Research and Training Institute (IRTI). Retrieved from https://ideas.repec.org/p/ris/irtiop/0038.html

Mesbah Uddin, M. (2018). Cash Waqf and its Implementation in Islamic Banking in Bangladesh. *Islami Ain O Bichar*, *14*(54). https://doi.org/10.58666/6envvc28

Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh. (2024, June). *Bangladesh Arthanaitik Samiksha 2024: Adhyay 2 – Deshaj utpadan, sonchoy o binoyog* [Bangladesh Economic Review 2024: Chapter 2 – Domestic production, savings, and investment]. Ministry of Finance.

Ministry of Finance. (2024). *Bangladesh Economic Review 2024: Chapter 14 – Private sector development*. http://mof.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mof.portal.gov.bd/page/f2d8fabb_29c1_423a_9d37_cdb500260002/Chapter-14%20%28Bangla-2024%29-Update%2010.09.24.pdf

Mohd Thas Thaker, M. A. B., Mohammed, M. O., Duasa, J., & Abdullah, M. A. (2016). The behavioral intention of micro enterprises to use the integrated cash waqf micro enterprise investment (ICWME-I) model as a source of financing. *Gadjah Mada International Journal of Business*, *18*(2). https://search.informit.org/doi/abs/10.3316/INFORMIT.363285484846722

Mohd Thas Thaker, M. A., & Mohd Thas Thaker, H. M. (2015). Exploring the contemporary issues of corporate share waqf model in Malaysia with reference to the Waqaf An-Nur Corporation Berhad. *Jurnal Pengurusan, 45*.

Mohsin, M. I. A. (2013a). Cash Waqf: A New Financial Product for Islamic Institutions. *Islamic Finance News, 10(10)*.

Mohsin, M. I. A. (2013b). Financing through Cash-waqf: A Revitalization to Finance Different Needs. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *6*(4). https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2013-0094

Muslim, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj. (1424 H). *Al-Musnad al-Ṣaḥīḥ*. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī.

Nur Fauziah, N. (2021). Developing Cash Waqf Model as an Alternative Financing for Social Enterprises to Support Decent Work and Economic Growth in Indonesia. *Turkish Journal of Islamic Economics (TUJISE)*, *8*(Special Issue). https://www.tujise.org/content/7-issues/16-special-issue-062021/1-a2759/tuj2759.pdf

Rahman, M. M., & Sohel, M. N. I. (2019). Cash waqf deposit product: An innovative instrument of Islamic banks for socio-economic development in Bangladesh. In S. H. Alias, S. Muneeza, & S. Hassan (Eds.), *Revitalization of waqf for socio-economic development (Vol. 1).* Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-18445-2_8

Ramli, A. M., & Jalil, A. (2013a). Banking Model of Corporate Waqf: An Analysis of Wakaf Selangor Muamalat. In *Proceedings of the International Accounting and Business Conference (IABC)*, Persada Johor, Johor Bahru, Malaysia.

Ramli, A. M., & Jalil, A. (2013b). Corporate Waqf Model and its Distinctive Features: The Future of Islamic Philanthropy. Paper presented at the *World Universities Islamic Philanthropy Conference (WUIP 2013)*.

https://comaif.files.wordpress.com/2014/02/2013-12-4-5-wuip-2013-corporate-waqf.pdf

Shaikhī Zādah, ʻAbdur Rahman Ibn Muhammad. (1998). *Majmaʿ al-Anhār Sharḥ Multaqā al-Abḥur (Vol. 2).* Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Social Islami Bank Ltd. (2015). *Cash waqf*. Dhaka: Social Islami Bank Ltd.

Tabakoğlu, A. (2012). *Türkiye Iktisat Tarihi*. İstanbul: Dergâh Yayınları. https://www.kitapyurdu.com/kitap/turkiye-iktisat-tarihi/4769.html

The Business Standard. (2024, October 30). [২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশে বিদেশি বিনিয়োগ ৮.৮% কমেছে]. https://www.tbsnews.net/bangla/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF/news-details-272146

Yakubu, A., Abdul Aziz, A. H., Husseini, Y. A., & Wali, F. (2022). Application of Cash Waqf Scheme as an Alternative Way of Supporting Underprivilege. *IJRDO - Journal of Social Science and Humanities Research*, *8*(12). https://doi.org/10.53555/sshr.v8i12.5325